দৈনিক বাংলা

তারিখ ...30 JUN 1991...
পৃষ্ঠা... 6 ...কলাম... 2

23

শিক্ষার মান

বাংলাদেশে শিক্ষার মান অত্যন্ত নীচু বলে সরকারী কর্ম কমিশনের এক জরীপ থেকে জানা গেছে। চাকরির জন্য কর্ম কমিশনের পরীক্ষায় যারা অংশ নিয়েছে তাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

দেশে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে একথা আজকাল সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ সম্পর্কে এর আগে কোন জরীপ হয় নি, কোন তথ্য সংগৃহীত হয়নি। এই প্রথম কর্ম কমিশন এ ধরনের একটি জরীপ করেছেন এবং দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে দেশের শিক্ষার মানের অবনতি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা মোটেও অমূলক নয়।

শিক্ষার মানের এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের কারণ সম্পর্কে কর্ম কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, না বুঝে মুখস্ত করা, মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা দানে অবহেলা, পঠিত বিষয় প্রয়োগে সীমিত চর্চা, ইংরেজী ভাষার চর্চা হ্রাস, সিলেবাসের বাইরের বিষয় পড়াশোনা এবং লাইব্রেরী ব্যবহারে অনভ্যাস, ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে হতাশা ইত্যাদি কারণে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে।

কর্ম কমিশনের এই সুচিন্তিত মন্তব্যের সাথে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। তারা শিক্ষার মানের অবনতির সঠিক কারণগুলোই চিহ্নিত করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই অধোগতি অবশ্য একদিনে হয়নি। অনেকদিন থেকেই এই অবস্থার সূচনা হয়েছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনার পরিবেশ ক্রমশ লুপ্ত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা মোটেও হয় না। সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের যেমন অভাব আছে তেমনি নানা কারণে শিক্ষার পরিবেশও নেই। প্রকৃতপক্ষে স্কুল পর্যায়ে, তা প্রাথমিকই হোক আর মাধ্যমিকই হোক শিক্ষকের অভাব না থাকলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব খুবই প্রকট। শিক্ষকদের এক বিরাট অংশের বিদ্যা ও জ্ঞান উভয়ই ভ্রান্তিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় প্রধানত ঃ নানাধরনের গোলযোগের জন্য। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো রয়েছে পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন। এতে করে পাস করা অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হলেও বিদ্যার্জন সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় শিক্ষার মান অবনতি না হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক।

কিন্তু জাতীয় স্বার্থে এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার মানের উন্নতি অপরিহার্য। সরকার শিক্ষাখাতে একেবারে কম অর্থ ব্যয় করেন না। চলতি বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মৌলিক অন্তরায়গুলো যদি দূর করা না হয় তাহলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় নিতান্তই অর্থহীন হবে তাই আমাদেরকে যে কোন মূল্যে শিক্ষার মানের উন্নতি সাধন করতে হবে। তা কি করে সম্ভব হবে সকলের আগে সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।